মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা
ডাইরী নং 2904
তাং 27/09/19

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

বিষয়ঃ মহান বিজয় দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী ।

সভাপতি	:	এস,এম,আরিফ-উর-রহমান সচিব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	:	২৬-০৯-২০১৯, বিকাল ৩-০০ টা
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	:	পরিশিষ্ট ‘ক’ তে দেখানো হলো ।

সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। অত:পর তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সভাপতি জানান, মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত জাতীয় কর্মসূচি ইতোমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন লাভ করেছে। উক্ত জাতীয় কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে আরো আকর্ষণীয় ও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপনের জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

২। অত:পর সভাপতি জাতীয় কর্মসূচির আলোকে আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কে অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) অনুমোদিত জাতীয় কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। কর্মসূচির বিষয়ে সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা থেকে আগত কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তাদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী ভিডিওতে ধারণ করে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ: রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের প্রতিনিধি জানান মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী প্রস্তুত করা হচ্ছে, যথাসময়ে তা প্রেরণ করা হবে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, এ বিষয়ে সভা করা হয়েছে। তবে ভিডিও ধারণের বিষয়ে এখনো কোন অগ্রগতি নেই। এ অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এছাড়াও তিনি অন্যান্য বছরের ন্যায় এ	১.১ যথাসময়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব এর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ১.২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে আলোচনা করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বকণ্ঠে উচ্চারিত বাণী ভিডিওতে ধারণ করে বিদেশে অবস্থিত মিশনসমূহে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১.৩ আগামী ১৫ নভেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে	মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনসংযোগ কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাণী প্রণয়ন সংক্রান্ত উপকমিটি।

	বছরও যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে নিশ্চিত করেন।	মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	
০২।	মহান বিজয় দিবস উদযাপনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা: সকল (সরকারি/বেসরকারি) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন এবং অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতির উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। এ পর্যায়ে সভাপতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২ এপ্রিল ২০০৩ তারিখের ১(২৩)/ ২০০২ মপবি (সাধারণ)/৮৬ নং পরিপত্র উল্লেখ করে বলেন, মহান বিজয় দিবস 'ক' শ্রেণিভুক্ত জাতীয় দিবস। প্যারেড গ্রাউন্ডের এ অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন বিধায় ঢাকায় অবস্থানরত সকল আমন্ত্রিত সরকারি কর্মকর্তাগণের এ অনুষ্ঠানে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এছাড়াও, সকল সরকারি কর্মচারিকে দিবসটি উদযাপনের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মেও তিনি সভাকে অবহিত করেন।	২.১ মহান বিজয় দিবসে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (সরকারি/বেসরকারি) দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। ২.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী মহান বিজয় দিবস 'ক' শ্রেণিভুক্ত জাতীয় দিবস বিধায় ঢাকায় অবস্থানরত সকল আমন্ত্রিত সরকারি কর্মকর্তাগণের এ অনুষ্ঠানে উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া দিবসের সকল রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণকে উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তর প্রধানকে অনুরোধ জানানোর জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/জেলা প্রশাসন (সকল), উপজেলা প্রশাসন (সকল)
০৩ (ক)	সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনঃ সভায় সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা যথাযথ ভাবে উত্তোলনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে মর্মে	৩.১ সকল সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে 'দি ফ্লাগ রুলস' অনুযায়ী সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা যথাযথ ভাবে উত্তোলনের জন্য পত্র-পত্রিকায় ও বেতার-টেলিভিশনের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩.২ জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন কর্তৃক দিবসের ২/৩ দিন আগে 'দি	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বেসরকারী টিভি চ্যানেল ও বেতারসমূহ, জেলা প্রশাসন (সকল), উপজেলা প্রশাসন (সকল)

	সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি বিধি সংগতভাবে দি ফ্লাগ রুলস ১৯৭২ অনুসরণপূর্বক পতাকা উত্তোলন ও অবনমনের জন্য অনুরোধ করেন। কোনক্রমেই কাগজের পতাকা (যা ছিড়ে ভূলন্ঠিত/পদোদলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে) ব্যবহার করা যাবে না। সভাপতি পত্র-পত্রিকায় এবং বেতার-টেলিভিশনের মাধ্যমে 'দি ফ্লাগ রুলস ১৯৭২' ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। পতাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে 'ফ্লাগ রুলস ১৯৭২' যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য মহান বিজয় দিবসের ২/৩ দিন আগে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।	ফ্ল্যাগ রুলস ১৯৭২' (People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972) অনুসরণপূর্বক পতাকা উত্তোলন ও অবনমনের জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় পতাকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'দি ফ্লাগ রুলস ১৯৭২' অনুসরণ করা না হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩.৩ কোনক্রমেই কাগজের পতাকা উত্তোলন করা যাবে না এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থাকার জন্য আহবান জানানো হয়।	
০৩(খ)	<u>ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উচু ভবনসমূহে বিধি অনুযায়ী সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা উত্তোলন :</u> ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উচু ভবনসমূহে 'ফ্লাগ রুলস ১৯৭২' (People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972) অনুযায়ী সঠিক মাপ ও রঙের পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট সকলকে কর্মসূচিটি যথাসময়ে যথাযথভাবে পালনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	৩.৫ প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উচু ভবনসমূহে 'ফ্লাগ রুলস ১৯৭২' অনুযায়ী সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৩.৬ ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় 'ফ্ল্যাগ রুলস ১৯৭২' অনুসরণপূর্বক সঠিক মাপ ও রঙের পতাকা উত্তোলনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
০৩(গ)	<u>গুরুত্বপূর্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা:</u> গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, মহান বিজয় দিবসের আলোকসজ্জা একটি রুটিন কাজ, যথাসময়ে আলোকসজ্জার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সভাপতি গণপূর্ত অধিদপ্তরের পাশাপাশি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয়	৩.৭ গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ৩.৮ কোন কোন সরকারি ভবনে/স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হবে তার তালিকা আগামি ০৭ ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

	কার্যক্রম গ্রহণের আহবান জানান। যে সকল ভবন/স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হবে, আগে থেকেই তার একটি তালিকা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানান। বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি জানান, বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি হবে না।	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
০৪ (ক)	সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ঢাকায় একত্রিশবার তোপধ্বনি: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান, যথাসময়ে তোপধ্বনির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। সভাপতি জানান, মূল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহান বিজয় দিবসের প্রত্যুষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের পূর্বে দেশের অন্য কোন স্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান অথবা তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। সভায় এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে একটি নির্দেশনা জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	৪.১ মহান বিজয় দিবসের প্রত্যুষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের পূর্বে দেশের অন্য কোন স্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান অথবা তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। ৪.২ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে (৬.৩৩ মিনিটে) ঢাকায় একত্রিশবার তোপধ্বনির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ, জেলা প্রশাসন (সকল), উপজেলা প্রশাসন (সকল)।
০৪ (খ)	দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একত্রিশবার তোপধ্বনি: সভাপতি দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একত্রিশবার তোপধ্বনি'র সময় যেন কোন ধরনের দূর্ঘটনা না ঘটে সে দিকে সতর্কতা অবলম্বনের উপর গুরুত আরোপ করেন। এ বিষয়ে জননিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি জানান, সারা দেশে যেন কোন ধরনের দূর্ঘটনা না ঘটে সে দিকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।	৪.২ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একইভাবে সকাল ৬.৩৩ মিনিটের অব্যবহিত পর একত্রিশবার তোপধ্বনির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। ৪.৩ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তোপধ্বনি'র সময় যেন কোন ধরনের দূর্ঘটনা না ঘটে সে দিকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।	
০৫।	সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ: জাতীয় স্মৃতিসৌধের সার্বিক নিরাপত্তা, স্মৃতিসৌধের সামনের রাস্তায়, বাসস্ট্যান্ডে, অকেজো যানবাহন, আবর্জনার স্তুপ, ফুটপাতের	৫.১ সভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তাবায়ন করতে হবে। ৫.২ মূল কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ৯ পদাতিক ডিভিশন, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বিভাগীয়

	উপর নিরাপত্তার জন্য হুমকি আছে/হতে পারে এমন অবস্থিত অবৈধ দোকান উচ্ছেদ, ঢাকা-সাভার সড়ক মেরামত, সংস্কার ও ডিভাইডার রং করা, সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য তোরণ/ব্যানার নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভাপতি জানান, ঢাকা-সাভার রোডে নিরাপত্তার চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সভাপতি একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন।	পুষ্পস্তবক অর্পণের পূর্বে (৬:৩৩ মিনিট) জেলা/উপজেলা বা কোন পর্যায়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা যাবে না। ৫:৩ জাতীয় স্মৃতিসৌধের সন্মুখের সড়কসহ ঢাকা-সাভার সড়কের রাস্তাটির ফুটপাত থেকে নিরাপত্তার জন্য হুমকি আছে এমন অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করার বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ৫:৪ ঢাকা-সাভার সড়ক সংস্কার ও মেরামতসহ ডিভাইডার রং করণ এবং সড়কের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য তোরণ, ব্যানার ইত্যাদির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।	কমিশনার, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা, ডিআইজি, ঢাকা রেঞ্জ, পুলিশ সুপার, ঢাকা।
৬।	সভাপতি সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। তিনি সভায় বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কুটনীতিক এবং মিত্র বাহিনীর সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণকারী আমন্ত্রিত সেনা বাহিনীর সদস্যগণকে (WAR VETERANS) আমন্ত্রণ জানানো, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পৌঁছানো এবং পুষ্পস্তবক অর্পণের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি জানান এ বিষয়ে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।	৬:১ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী মিত্র বাহিনীর সদস্যগণকে (WAR VETERANS) আমন্ত্রণ জানানো, বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কুটনীতিকবৃন্দের যথাযথ নিরাপত্তা বিধান পূর্বক জাতীয় স্মৃতিসৌধে এবং প্যারেড গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া এবং আসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
০৭।	তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ: সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের বিষয়ে ইতোমধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে ৯ পদাতিক ডিভিশনের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানের ধারাভাষ্য মঞ্চ থেকে যাতে	৭.১ অনুষ্ঠানের ধারাভাষ্য যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে বর্ণনা করার নিমিত্ত ধারাভাষ্য মঞ্চ থেকে যাতে কুচকাওয়াজ ও যান্ত্রিক বহর সহজে দৃশ্যমান হয়, সে রকম সুবিধাজনক স্থানে ধারাভাষ্য মঞ্চ নির্মাণ করতে হবে। ৭.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ড	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল), সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ৯ পদাতিক ডিভিশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।

	কুচকাওয়াজ ও যান্ত্রিক বহর সহজে দৃশমান হয়, সে রকম স্থান নির্ধারণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি জানান, এ বছর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ব্যতিক্রমের মধ্যে ভারতের ২০-২৫ জন বাদক বাংলাদেশের বাদক দলের সাথে একসঙ্গে বাজাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে এই প্রোগ্রামটি সেট করেছেন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। সকল অনুষ্ঠানের স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) পাস দিবসের ০২/০৩ দিন পূর্বে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। এছাড়া, যান্ত্রিক বহরে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যানবাহনের ফিটনেস সংক্রান্ত সনদ যতদ্রুত সম্ভব প্রদানের বিষয়েও আলোচনা হয়।	ভিত্তিক যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনীর পুরস্কার প্রদানের জন্য গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দের বসার স্থান থেকে যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনী যেন সহজে দৃশ্যমান হয়, সে রকম বসার ব্যবস্থা করতে হবে। ৭.৩ সকল অনুষ্ঠানের এসবি পাস অনুষ্ঠানের যৌক্তিক সময়ের পূর্বে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অসুস্থ্য না হলে কোন অবস্থাতেই এসবি পাসপ্রাপ্ত ড্রাইভার পরিবর্তন করা যাবে না; ৭.৪ যান্ত্রিক বহরে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যানবাহনের ফিটনেস সংক্রান্ত সনদ বিআরটিএ হতে যতদ্রুত সম্ভব সংগ্রহ করে অত্র মন্ত্রণালয়ে ও ৯ পদাতিক ডিভিশনে জমা করতে হবে।	
০৮।	<u>বিভিন্ন স্থানে বাদ্য পরিবেশন:</u> সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান, পূর্ব নির্ধারিত বিভিন্ন স্থানে বাদ্য পরিবেশন কর্মসূচি যথাসময়ে যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হবে।	যথাসময়ে মহনগরীর পূর্ব নির্ধারিত স্থানে বাদ্য পরিবেশনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
০৯।	<u>চট্টগ্রাম, খুলনা ও মংলা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা, (নারায়নগঞ্জ), চাঁদপুর ও বরিশালসহ বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোস্টগার্ডের সুসজ্জিত জাহাজসমূহ দুপুর ২ টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা:</u> নৌ-বাহিনী ও কোস্টগার্ডের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, দিবসের কর্মসূচি মোতাবেক তাদের সুসজ্জিত জাহাজসমূহ জনসাধারনের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখার সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান এ বিষয়ে সভা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সভাপতি প্রদর্শনীতে জনসমাগম বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।	৯.১ চট্টগ্রাম খুলনা ও মংলা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, নারায়ণগঞ্জের পাগলা, চাঁদপুর ও বরিশালসহ বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে সুসজ্জিত জাহাজসমূহ বিকাল ২টা হতে ঐদিন পর্যন্ত উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৯.২ সুসজ্জিত জাহাজ প্রদর্শনীতে জনসমাগম বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সদর।

১০।	বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ: ঢাকা দক্ষিণ সিটি এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধিগণ জানান এবার আরো জাকজমকপূর্ণভাবে ঢাকায় বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সভাপতি জাতীয় কর্মসূচির সময়ের সাথে সমন্বয় করে সকল সিটি কর্পোরেশনকে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংর্বধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার আহবান জানান।	১০.১ জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে সকল সিটি কর্পোরেশন/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বীরমুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনার আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে। ১০.২ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন গত বছরের ন্যায় সুবিধাজনক স্থান ও সময়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল।
১১।	জেলা ও উপজেলা সদরে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান: সভাপতি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ, এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।	জেলা ও উপজেলা সদরে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের জাতীয় কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ, সমাবেশ, ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারী করবে। এছাড়া অপরাহ্নে মহিলাদের ক্রীড়া অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করতে হবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ক্রীড়া পরিদপ্তর, জেলা প্রশাসন (সকল), উপজেলা প্রশাসন (সকল)।
১২।	বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ শিল্পকলা একাডেমি, নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় যাদুঘর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বিরিশিরি, মনিপুরী একাডেমি, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি এবং বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক এ বছর আরও জাকজমকপূর্ণভাবে যথাসময়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১২.১ যথাসময়ে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন (সকল), উপজেলা প্রশাসন (সকল)।

১৩।	'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম।: 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি আহবান জানান। এছাড়া, জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্য সভার পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয় । সভাপতি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত কর্মসূচিতে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের উপস্থিতে তাদের বীরত্বগাঁথা যুদ্ধকালীন সময়ের স্মৃতিচারণ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান।	১৩.১ 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়। ১৩.২ জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতিতে তাদের বীরত্বগাঁথা মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতিচারণ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগ, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন (সকল)।
১৪	বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বিটিভি/বেতার চ্যানেলে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা প্রচার: এ বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, এ বিষয়ে সাব-কমিটির সভা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বিটিভি/বেতার চ্যানেলে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা প্রচারের ব্যবস্থা করা।	তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার/বেসরকারি টিভি চ্যানেল, বেসরকারী বেতার/এফএম রেডিও এবং ক্রোড়পত্র প্রকাশ সংক্রান্ত উপ-কমিটি।
১৫	ঢাকাসহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সিনেমা হলে বিনা টিকেটে ছাত্রছাত্রীদের জন্য চলচিত্র প্রদর্শনী এবং মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনী: তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান অন্যান্য বছরের মত এ বছরেও বিনা টিকিটে ছাত্রছাত্রীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রমান্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনা টিকিটে সিনেমা হলে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন (সকল), উপজেলা প্রশাসন (সকল)।

১৬	<u>সংবাদ পত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ:</u> তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান এ বিষয়ে উপকমিটি সভা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী ও ক্রোড়পত্র প্রকাশের নিমিত্ত এ সংক্রান্ত উপকমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়ে, ক্রোড়পত্র প্রকাশ সংক্রান্ত উপকমিটি
১৭	<u>সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী কার্যক্রমে জনমত সৃষ্টির জন্য আলোচনা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মোনাজাত ও প্রার্থনা:</u> সভাপতি সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী কার্যক্রমে জনমত সৃষ্টির জন্য আলোচনা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে সকল মসজিদে বাদ জোহর মোনাজাত এবং মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনার ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, বিগত বছরগুলোর চেয়ে আরও বেশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মোনাজাতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী কার্যক্রমে জনমত সৃষ্টির জন্য আলোচনা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে সকল মসজিদে বাদ জোহর মোনাজাত এবং মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে হবে।	ধর্ম মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্ট, খ্রীস্টান ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্ট।
১৮	<u>দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, ডে কেয়ার সেন্টার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র এবং শিশু পরিবার ও ভবঘুরে প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার সরবরাহ:</u> উন্নতমানের ও স্বাস্থ্য সম্মত খাবার পরিবেশনের বিষয়ে সভাপতি যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, স্বাস্থ্য সম্মত এবং উন্নতমানের খাবারসহ স্বাস্থ্য চিকিৎসার বিষয়টিও নিশ্চিত করার জন্য ইতোমধ্যেই তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।	দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, ডে কেয়ার সেন্টার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র এবং শিশু পরিবার ও ভবঘুরে প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করতে হবে।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

১৯	বিদেশে অবস্থিত দূতাবাসসমূহে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন: মুক্তিযুদ্ধের ইতহাসভিত্তিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। এছাড়া, বিদেশে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।	বিদেশে অবস্থিত দূতাবাসসমূহে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। বিদেশী বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ক্রোড়পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
২০	দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা: দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি জানান, প্রতিবারের ন্যায় এবারও সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখাসহ বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পত্র/নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন (সকল),জেলা প্রশাসন (সকল) ও উপজেলা প্রশাসন (সকল), জেলা পুলিশ বিভাগ, জেলা পরিষদ ও পৌরসভা (সকল)
২১	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা সভা, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: সভাপতি ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে ও জেলা পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা সভা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের বিষয়ে দ্রুত সভা করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।	ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে ও জেলা পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা সভা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২২	সরকারি ও বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা: সভাপতি সকল সরকারি ও বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ জানান অন্যান্য বারের মতো এবারও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে জনসাধারণের জন্য জাদুঘর উন্মুক্ত রাখা হবে।	সকল সরকারি ও বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, সামরিক জাদুঘর, বিমান বাহিনী জাদুঘর, নৌ-বহিনী জাদুঘর, নৌ-বাহিনী জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর, অন্যান্য জাদুঘর কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন (সকল)।
২৩	সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতাস্তম্ভের ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র/পোষ্টার প্রদর্শনীসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা: সভাপতি জানান, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতাস্তম্ভের ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘরের অবস্থান অনেকেরই জানা নেই। তিনি জানান, জাদুঘরটি খুবই সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে যা দেখলে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অনেক বিষয় জানা সম্ভব হবে। এ পর্যায়ে সভাপতি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতাস্তম্ভের ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র/পোষ্টার প্রদর্শনীসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানান।	সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতাস্তম্ভের ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র/পোষ্টার প্রদর্শনীসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

২৪।	স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্তকরণ: সভাপতি স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্তকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।	স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্তকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর।

০৩। সভাপতি এ পর্যায়ে মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচি সফল করার জন্য আমন্ত্রপত্র, কুচকাওয়াজ ও যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনী, আসন বিন্যাস, আলোকসজ্জা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর মতামত আহবান করেন। উপস্থিত সদস্যগণ জাতীয় স্মৃতিসৌধ/প্যারেড গ্রাউন্ডসহ বিজয় দিবসের সকল অনুষ্ঠানে যথাসময়ে আমন্ত্রণপত্রসহ অনুষ্ঠানে প্রবেশ এবং নির্ধারিত আসনে অবস্থান নেয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

ক) কাগজের তৈরী জাতীয় পতাকা ব্যবহার করা যাবে না।

খ) গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে জাকজমকপূর্ণভাবে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তার অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থা/বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আমন্ত্রণপত্র বিতরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঘ) প্যারেড গ্রাউন্ডের অনুষ্ঠানে আসন ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে।

ঙ) প্যারেড গ্রাউন্ডের স্কেচম্যাপ হালনাগাদ করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) ১৬-১২-২০১৯ তারিখ ভোর ৬.৩৩ মিনিটে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য ঢাকা থেকে সাভার পর্যন্ত সজ্জিতকরণ ও সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ছ) ঢাকা-সাভার সড়কের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত বিলবোর্ড/তোরণ যা ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তার জন্য ঝুকিপূর্ণ বিধায় এ বিষয়ে সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জ) সকল উপকমিটি নিয়মিত এবং সময়মত সভা করে মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

০৪। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলের সহযোগিতা কামনা করে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-০৭/১১/২০১৯

(এস, এম, আরিফ-উর-রহমান)
সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও
আহবায়ক
মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত
স্টিয়ারিং কমিটি।

স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০১.২০১৯-৮৭

তারিখ: ২৬ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১১ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

০২। সেনাবাহিনী প্রধান/নৌ-বাহিনী প্রধান/বিমান বাহিনী প্রধান, সদর দপ্তর, ঢাকা।

০৩। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ/ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ/সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়/ বিদ্যুৎ বিভাগ/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ/ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা/ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/ জননিরাপত্তা বিভাগ/ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

০৪। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা/প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস।

০৫। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা/তথ্য মন্ত্রণালয়/ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন, ঢাকা/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেল ভবন, ঢাকা/ স্থানীয় সরকার বিভাগ/ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/ ধর্ম মন্ত্রণালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/খাদ্য মন্ত্রণালয়/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা/পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা/পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ অর্থ বিভাগ/শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা/ কৃষি মন্ত্রণালয়/ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ/ভূমি মন্ত্রণালয়/ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলি-যোগাযোগ বিভাগ/ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/সেতু বিভাগ, বনানী, ঢাকা/ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়/প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইস্কাটন, ঢাকা/ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/আইন ও বিচার বিভাগ/ রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৬। এডজুট্যান্ট জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

০৭। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহা-পরিদপ্তর, ঢাকা/জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা(এনএসআই), ঢাকা।

০৮। জিওসি, ৯ পদাতিক ডিভিশন, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা।

০৯। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, পিলখানা, ঢাকা/আনসার ও ভিডিপি, খিলগাঁও, ঢাকা/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, উত্তরা, ঢাকা/কোষ্ট গার্ড, আগারগাঁও ঢাকা

১০। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

১১। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা।

১২। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৩। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

১৫। মহাপরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকা।

১৬। মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা/বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা/বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান, ঢাকা/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ঢাকা

১৮। প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, ঢাকা।

১৯। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা/বিএনসিসি, উত্তরা, ঢাকা।

২০। কারা মহা-পরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২১। জেলা প্রশাসক (সকল)। (তাঁর অধিনস্থ সকল উপজেলায় বিতরণের অনুরোধসহ)

২২। পুলিশ সুপার, ঢাকা।

২৩। সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা/ট্রাস্টি,মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর,আগারগাঁও, ঢাক/নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, কাকরাইল, ঢাকা।

২৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৫। প্রধান বৃক্ষপালন বিদ, আরবরি কালচার, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

২৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার, ঢাকা।

১১.১১.১৯
(নূর-ই-খাজা আলামীন)
উপসচিব (প্রশাসন-১)
টেলিফোন-৯৫৭৮৬৪৮
info.molwa@yahoo.com

স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০১.২০১৯-৮৭

তারিখ: ২৬ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১১ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
২। সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থগ্রহণের অনুরোধসহ)
৪। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/গেজেট, সনদ ও প্রত্যয়ন)এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬। যুগ্মসচিব (সকল) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

২১.১২.১৯

(নুর-ই-খাজা আলামীন)
উপসচিব (প্রশাসন-১)